HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ১০ – বিচ্যুতিমূলক আচরণ এবং অপরাধ

টপিক – ০১ বিচ্যুতিমূলক আচরণের ধারণা

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: বিচ্যুতিমূলক আচরণের ধারণা
টপিক ০২: বিচ্যুতিমূলক আচরণের বৈশিষ্ট্য
টপিক ০৩: সামাজিক বিচ্যুতির কারণ
টপিক ০৪: বিচ্যুতিমূলক আচরণ বিশ্লেষণের তত্ত্ব
টপিক ০৫: অপরাধের ধারণা, ধরন, কারণ ও ফলাফল
টপিক ০৬: অপরাধ ও বিচ্যুতির মধ্যে পার্থক্য
টপিক ০৭: অপরাধের প্রতিকার
টপিক ০৮: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

বিচ্যুতিমূলক আচরণের ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বিচ্যুতিমূলক আচরণের ধারণা

প্রতিটি সমাজেরই একটি নির্দিষ্ট সামাজিক শৃঙ্খলা (Social order), রীতিনীতি, আচরণবিধি (Norms) এবং মূল্যবোধ (Values) আছে। সমাজে বসবাসকারী সব সদস্যই এগুলো মেনে চলতে পারে না। কেউ কেউ মাঝে মাঝে সামাজিক বিধি লঙ্ঘন করে কিছু অপ্রত্যাশিত আচরণ করে থাকে। সাধারণভাবে এ অপ্রত্যাশিত আচরণকেই আমরা বিচ্যুতিমূলক আচরণ বলে থাকি। আমরা প্রতিটি সমাজেই কমবেশি বিচ্যুত আচরণ লক্ষ করি। যেমন- বয়স্ক পিতামাতার সেবাযত্ন করা, বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা, মদ্যপান না করা ইত্যাদি আমাদের সামাজিক রীতি এবং মূল্যবোধ। এগুলো না করা বিচ্যুত আচরণ। অর্থাৎ সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থি কাজ বা আচরণ বিচ্যুতির পর্যায়ে পড়ে। অপরপক্ষে, সামাজিক শৃঙ্খলার বিপরীত কাজকে আমরা অপরাধ বলে থাকি। কোনো রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ বা সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ বা আচরণ প্রদর্শন করলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।

বিচ্যুতিমূলক আচরণের ধারণা

ইংরেজি 'Deviance' শব্দের বাংলা হচ্ছে বিচ্যুতি বা মূল্যবোধ বিরোধী কার্যক্রম। বিচ্যুতি হচ্ছে এক ধরনের অস্বাভাবিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ। অর্থাৎ যেসব আচরণ আমাদের সামাজিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক এবং সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে অনাকাঙ্ক্ষিত অথচ আইন নিষিদ্ধ নয় তাকে সামাজিক বিচ্যুতি বলে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচ্যুতিমূলক আচরণের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যদিও এটিকে কোনো কোনো ধর্মযাজক মানুষের আদি পাপ (Man's original sin), আবার কেউ কেউ এটিকে বংশগতির প্রভাব বলেও উল্লেখ করেছেন। তদুপরি আমরা এখানে সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞাকেই গ্রহণ করব।

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী R. T. Schaefer তার 'Sociology' গ্রন্থে বলেন, "বিচ্যুতি হলো সেই আচরণ যা কোনো গোষ্ঠী বা সমাজের প্রত্যাশিত আচরণের মানকে ভঙ্গ করে।" (Deviance is a behaviour that violates the standards of conduct or expectations of a group or society).

সমাজবিজ্ঞানী J. D. Ross বলেছেন, "বিচ্যুত আচরণ হচ্ছে ওইসব আচরণ যেগুলো সামাজিক প্রত্যাশাকে নিশ্চিত করতে পারে না।" (Deviant behaviour is that behaviour which does not confirm to social expectation).

বিচ্যুতিমূলক আচরণের ধারণা

সমাজবিজ্ঞানী David Popenoe বলেছেন, "বিচ্যুত আচরণকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে এক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, এটি এক ধরনের অস্বাভাবিকতাকে বোঝায়। যদি আপনি অন্যান্য লোকদের পছন্দ করেন তবে আপনি স্বাভাবিক। আর অন্যদের পছন্দ না করলে তখন আপনি বিচ্যুত আচরণকারী।” (If you are like most other people, you are normal. and if you are not then you are a deviant).

সমাজবিজ্ঞানী রবার্টসন Robertson তার 'Sociology' গ্রন্থে বিচ্যুতি সম্পর্কে বলেছেন, "বিচ্যুতি হচ্ছে এমন এক ধরনের আচরণ বা আইনগত বৈশিষ্ট্য যা গুরুত্বপূর্ণ কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধকে ভঙ্গ করে এবং যা সমাজের অধিকাংশ মানুষ নেতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করে।”

B. Bhushan তার 'Dictionary of Sociology' গ্রন্থে বলেছেন, "বিচ্যুত আচরণ প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয় এমন আচরণ বোঝাতে যা বিধিনিষেধ বা অন্যের প্রত্যাশাকে লঙ্ঘন এবং অননুমোদিত বা শাস্তির প্রতি আকর্ষণবোধ করে।" (The term 'deviance' is used to refer to behavior which infrings rules or the expectations of others and which attracts disapproval or punishment).

বিচ্যুতিমূলক আচরণের ধারণা

বিচ্যুত আচরণ সম্পর্কে David Dressler বলেছেন, "বিচ্যুত আচরণকে বুঝতে হলে সামাজিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। সামাজিক আদর্শ থেকে নেতিবাচক ও ভিন্নতর আচরণই বিচ্যুত আচরণ।"

সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইম (Emile Durkheim)-এর মতে, "সমাজ কাঠামোর বৃহৎ অংশ যখন তাদের ন্যায়পরায়ণতা ও সাধুতা হারিয়ে ফেলে মূল্যবোধহীন রাষ্ট্রের বাসিন্দা হয়ে চরম হতাশায় নিমজ্জিত হয়, তখন সে পরিস্থিতি হলো বিচ্যুতি।"

বিচ্যুতিমূলক আচরণের ধারণা

Edwin Lemert তার 'Social Pathology' গ্রন্থে দুই ধরনের বিচ্যুত আচরণের উল্লেখ করেছেন। যথা- মুখ্য বিচ্যুত আচরণ (Primary deviant behaviour) ও গৌণ বিচ্যুত আচরণ (Secondary deviant behaviour) এছাড়াও বিচ্যুতিমূলক আচরণ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন- আচরণের বিচ্যুতি (Deviance of behaviour), অভ্যাসের বিচ্যুতি (Habitual deviance), মনস্তাত্ত্বিক বিচ্যুতি (Psychological Deviance) এবং সাংস্কৃতিক বিচ্যুতি (Cultural deviance).

কলিন্স ডিকশনারি অব সোসিওলজিতে (Collins Dictionary of Sociology)-বলা হয়েছে, "বিচ্যুতি হলো কোনো সমাজ বা সামাজিক পটভূমিতে স্বাভাবিক বা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত এমন কিছু থেকে ভিন্নতর কোনো সামাজিক আচরণ।”

P. B. Horton & C. L. Hant তাদের 'Sociology' নামক গ্রন্থে বলেন, "সমাজে প্রচলিত রীতিনীতির সাথে তাল মিলিয়ে না চলতে পারাই সামাজিক বিচ্যুতি।" (The term social deviance is given to any failure to confirm to the customary norms of the society).

পরিশেষে বলা যায়, কোনো ব্যক্তি যখন সামাজিক রীতিনীতি, আইনকানুন, মূল্যবোধ ও আদর্শের পরিপন্থি কাজ করে তখন ওই ব্যক্তিকে বলা হয় বিচ্যুত ব্যক্তি এবং ওই বিচ্যুত ব্যক্তির সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শ পরিপন্থি আচরণকে বলা হয় বিচ্যুতিমূলক আচরণ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ১০ – বিচ্যুতিমূলক আচরণ এবং অপরাধ

টপিক – ০২ বিচ্যুতিমূলক আচরণের বৈশিষ্ট্য

বিচ্যুতিমূলক আচরণের বৈশিষ্ট্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বিচ্যুতিমূলক আচরণের বৈশিষ্ট্য

বিচ্যুত আচরণের কোনো সুফল নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি ক্ষতিকর। 'এর ক্ষতি ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি বিশ্বকেও প্রভাবিত করে। তাই এটি সবসময় নিন্দনীয় এবং বর্জনীয়- যদিও সমাজে এর উপস্থিতি অনিবার্য। বিচ্যুতিমূলক আচরণের কতকগুলো অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন-

১. বিচ্যুত আচরণের প্রথম ও প্রধান পরিচয় হচ্ছে এটি আচরণ বিধি ও মূল্যবোধ পরিপন্থি একটি আচরণ।

২. বিচ্যুত আচরণ সামাজিকভাবে নিন্দনীয় হলেও আইনগতভাবে দণ্ডনীয় নয়।

৩. বিচ্যুত আচরণ অপরাধের পূর্ববর্তী স্তর বলে পরিগণিত হয়।

৪. বয়স, শিক্ষা, সামাজিক অবস্থান, পরিবেশ পরিস্থিতি ইত্যাদি বিবেচনা করে বিচ্যুতি নির্ণয় করা হয়।

৫. সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং সামাজিকীকরণের ফলশ্রুতিতেই সৃষ্টি হয় সামাজিক বিচ্যুতি।

৬. বিচ্যুত আচরণ সামাজিক নিয়মকানুন ও মূল্যবোধ পরিপন্থি।

বিচ্যুতিমূলক আচরণের বৈশিষ্ট্য

৭. বিচ্যুত আচরণ-আচরণের একটি অস্বাভাবিক রূপ। এটি সমাজের স্বাভাবিক বা প্রত্যাশিত আচরণ নয়।

৮. বিচ্যুত আচরণ একটি আপেক্ষিক বিষয়। সময় ও সমাজভেদে এর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আজ থেকে একশ বছর আগে যেসব আচরণকে বিচ্যুত আচরণ বলে গণ্য করা হতো বর্তমানে তা বিচ্যুত আচরণ বলে পরিগণিত নাও হতে পারে।

৯. সামাজিক সংহতি ও স্থিতিশীলতার জন্য বিচ্যুতিমূলক আচরণ হুমকিস্বরূপ।

১০. বিচ্যুত আচরণ ব্যক্তিগত, আদর্শগত ও সামাজিকভাবে ক্ষতিকর।

১১. বিচ্যুত আচরণের পিছনে কখনো কখনো কোনো মহান আদর্শ লুকায়িত থাকতে পারে। যেমন- ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, ইলামিত্র, প্রীতিলতা প্রমুখের বিচ্যুত আচরণের ফলে স্বাধীনতা ও সামাজিক সংস্কার ত্বরান্বিত হয়েছিল।

১২. বিচ্যুত আচরণ সামাজিক কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত। যেমন আমাদের নগর বা শিল্প সমাজে প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক খুব কমই দেখা যায়।

১৩. কখনো কখনো বিচ্যুত আচরণের পিছনে সামাজিক বা মানবিক সমর্থন থাকতে পারে। বিচ্যুত আচরণের পিছনে কল্যাণ সাধনের প্রয়াস থাকলে এ ধরনের সমর্থন পাওয়া যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ১০ – বিচ্যুতিমূলক আচরণ এবং অপরাধ

টপিক – ০৩ সামাজিক বিচ্যুতির কারণ

সামাজিক বিচ্যুতির কারণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সামাজিক বিচ্যুতির কারণ

সামাজিক বিচ্যুতি সবসময় সব সমাজেই ঘটেছে এবং বর্তমানেও ঘটছে। কোনো একটি সুনির্দিষ্ট কারণে সামাজিক বিচ্যুতি ঘটে না। কোনো একক কারণে সামাজিক বিচ্যুতির মতো এতবড় সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে না। এর পিছনে নানাবিধ কারণ বিদ্যমান রয়েছে। সামাজিক বিচ্যুতির কতিপয় উল্লেখযোগ্য কারণ নিচে আলোচনা করা হলো-

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সবকিছুরই পরিবর্তন হচ্ছে। নগরায়ণ এবং শিল্পায়নের দ্রুত প্রসার ঘটায় মানুষ প্রতিযোগিতামূলক জীবনযাত্রাকে বেছে নেয়। কিন্তু সবসময় সবাই এ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না। ফলে মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করে অনৈতিক পথের যা সামাজিক বিচ্যুতির জন্ম দেয়।

নগরায়ণ এবং শিল্পায়ন আমাদের পরিবার প্রথার ওপরও আঘাত হানে। শিল্প বিপ্লব ও শহরায়নের প্রভাবে পরিবার প্রথায় ভাঙন ধরে। ফলে পারিবারিক বন্ধন অনেকটা শিথিল হয়ে যায় এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। পারিবারিক সম্পর্কের এ অবনতির কারণেই সৃষ্টি হয় সামাজিক বিচ্যুতির।

সামাজিক বিচ্যুতির আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপার্জনক্ষম হওয়া। আধুনিক সমাজে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে চায়। ফলে তারা তাদের সন্তান-সন্ততির কথা ভুলে গিয়ে সারাদিন কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকে। এতে সন্তান-সন্ততি তাদের পিতামাতার আদর-স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়। স্নেহবঞ্চিত সন্তান-সন্ততিরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সমাজ পরিপন্থি কাজে জড়িয়ে পড়ে যা সামাজিক বিচ্যুতির সৃষ্টি করে।

সামাজিক বিচ্যুতির কারণ

বিজ্ঞানের যুগে নানা আবিষ্কারের সাথে সাথে মানুষের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি চাহিদা পূরণ করার আগেই আরেকটি নতুন চাহিদা সৃষ্টি হয়। ফলে সবসময় সব চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। এ বাড়তি চাহিদা পূরণ করার জন্য মানুষ অনেক সময় বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে, যা সামাজিক বিচ্যুতির জন্ম দেয়।

নগরায়ণ এবং শিল্পায়নের ফলে মানুষ অনেক সময় বাস্তবতার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলো অপূরণীয় থেকে যায়। ফলে মানুষ এ কঠিন বাস্তবতা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য অনেক সময় বিভিন্ন সামাজিক বিচ্যুতিমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।

সামাজিক বিচ্যুতির কারণ

সামাজিক বিচ্যুতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে মানসিক অসন্তোষ। পাশাপাশি বসবাস করার পরেও যখন দেখা যায় একজন ভালো পোশাক পড়ছে, ভালো খাবার খাচ্ছে, ভালো পরিবেশে থাকছে আর অন্যজন সময়মত খাবার পায় না, ভালো পোশাক পড়তে পারছে না বা ভালো পরিবেশে থাকতে পারছে না তখনই সৃষ্টি হয় মানসিক অসন্তোষ। আর এ মানসিক অসন্তোষ থেকেই সৃষ্টি হয় সামাজিক বিচ্যুতির।

হতাশা, কারও কাছ থেকে প্রতারিত হওয়া ও কোনোকিছু না পাওয়ার ব্যর্থতা সামাজিক বিচ্যুতির সৃষ্টি করে।

বেকারত্ব বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা। বেকার যুবকেরা পরিবারের চাপ এবং আত্মীয়-পরিজনদের পরিহাস সহ্য করতে না পেরে এবং ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কার্যে লিপ্ত হয় এবং তখনই সামাজিক বিচ্যুতির সৃষ্টি হয়।

সামাজিক বিচ্যুতির কারণ

সামাজিক বিচ্যুতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে অশিক্ষা। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ এখনও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। ফলে তারা মানসিকভাবে যথেষ্ট বিকশিত নয়। মানসিক বিকাশ না ঘটায় তারা তাদের নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন নয়। ফলে কোনো অসামাজিক কার্যে লিপ্ত হতে তাদের বিবেকে বাধে না।

সামাজিক স্তরবিন্যাস সামাজিক বিচ্যুতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সামাজিক স্তরবিন্যাসের কারণে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের অবস্থান ও মর্যাদা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সামাজিকভাবে কেউ বেশি সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে আবার কেউ পেয়ে থাকে প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত এ মানুষগুলো তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় যা সামাজিক বিচ্যুতির সৃষ্টি করে।

উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও সামাজিক বিচ্যুতির আরও কতকগুলো কারণ রয়েছে। যেমন- সামাজিক অবহেলা, লিঙ্গ বৈষম্য, বয়সবৈষম্য, সরকারি সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা ও অসমতা, ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ১০ – বিচ্যুতিমূলক আচরণ এবং অপরাধ

টপিক – ০৪ বিচ্যুতিমূলক আচরণ বিশ্লেষণের তত্ত্ব

বিচ্যুতিমূলক আচরণ বিশ্লেষণের তত্ত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বিচ্যুতিমূলক আচরণ বিশ্লেষণের তত্ত্ব

সমাজ যেমন সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিকে সামাজিক জীবে পরিণত করে ব্যক্তিকে সমাজ প্রত্যাশিত আচরণে উদ্বুদ্ধ করে তেমনি অসামাজিক কার্যক্রম, বিপথগামিতা বা অপরাধ ইত্যাদিও সমাজেরই সৃষ্টি। কেননা প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি বা বিধিবিধানের পরিপন্থি বিভিন্ন আচরণ আমরা সমাজ থেকেই পায়। অর্থাৎ সমাজের বাইরে থেকে যেমন সামাজিক হওয়া যায় না, তেমনি বিচ্যুত আচরণকারী বা অপরাধীও হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং বলা যায়, সামাজিক বিচ্যুতিমূলক আচরণ সামাজিক পটভূমি থেকেই সৃষ্টি হয়। এজন্যই সামাজিক বিচ্যুতিমূলক আচরণ বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন তত্ত্বের। অর্থাৎ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দার্শনিকগণ সামাজিক বিচ্যুতিমূলক আচরণকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুজন দার্শনিক হচ্ছেন এমিল ডুর্খেইম ও আর. কে. মার্টন।

বিচ্যুতিমূলক আচরণ বিশ্লেষণের তত্ত্ব

এমিল ডুর্খেইম এর তত্ত্ব

সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইম সামাজিক বিচ্যুতিমূলক আচরণ বিশ্লেষণের জন্য যে তত্ত্বের কথা বলেছেন সেটি এনমিক তত্ত্ব (Anomic Theory) বা নৈরাজ্যমূলক তত্ত্ব নামে পরিচিত। ডুর্খেইম এনমিক বলতে সমাজের অস্বাভাবিক অবস্থাকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ সমাজে যখন সামাজিক আইনকানুনগুলো উপেক্ষিত হতে থাকে, সামাজিক শৃঙ্খলা বলতে কিছুই থাকে না এবং সমাজে চরম অশান্তি বিরাজ করে তখন সেই দুর্বিষহ অবস্থাটিই হচ্ছে এনমিক। ডুর্খেইম মনে করেন, যখন সমাজের একটি বৃহৎ অংশ তাদের ন্যায়পরায়ণতা, নীতি-নৈতিকতা বা সাধুতা হারিয়ে ফেলে মূল্যবোধহীন রাজ্যের বাসিন্দা হয়ে চরম হতাশায় নিমজ্জিত হয়, তখন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সেই পরিস্থিতিই হচ্ছে Deviance বা বিচ্যুতিকরণ।

বিচ্যুতিমূলক আচরণ বিশ্লেষণের তত্ত্ব

এমিল ডুর্খেইম এর তত্ত্ব

ডুর্খেইম মনে করেন যখন দ্রুত কোনো সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয় তখনই সমাজের অস্বাভাবিক আচরণগুলোও দ্রুত বিস্তার লাভ করে। যখন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও সামাজিক কাঠামো বিভিন্ন ধারায় বদলায় তখন Deviant বা বিচ্যুতিমূলক আচরণের প্রবণতাও বেড়ে যায়। এমিল ডুর্খেইম তার 'Study of Suicide Rates in Europe' গ্রন্থে বলেন, ইউরোপে যখন অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয় তখনই বিচ্যুতিমূলক আচরণের প্রবণতা বেড়ে যায়। এ প্রবণতা শুধুমাত্র বর্ধিষ্ণু অর্থনৈতিক অবস্থাতেই বৃদ্ধি পায় না, বরং স্বাভাবিক উন্নতির সময়ও অব্যাহত থাকে। অর্থাৎ এমিল ডুর্খেইম বোঝাতে চেয়েছেন যে অর্থনৈতিক মন্দাই মানুষের বিচ্যুতিমূলক আচরণের প্রবণতাকে বৃদ্ধি করে না বরং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সময় সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি মানুষের অনীহার কারণেই এ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

বিচ্যুতিমূলক আচরণ বিশ্লেষণের তত্ত্ব

আর. কে. মার্টন এর তত্ত্ব

রবার্ট কে. মার্টন (Robert K. Marton) তার 'Social Structure and Anomic' গ্রন্থে বিচ্যুতিমূলক আচরণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়কে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। একটি হচ্ছে লক্ষ্য (Goal) আরেকটি হচ্ছে উপায় (Means)। লক্ষ্য বা Goal-কে অর্জন করার জন্য উপায় বা Means থাকে। এ তত্ত্বটি বিশ্লেষণের জন্য উদাহরণ হিসেবে Marton আমেরিকার প্রেক্ষাপটকে বেছে নিয়েছেন। আমেরিকাতে সাংস্কৃতিক লক্ষ্য হিসেবে সাফল্যকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং সাংস্কৃতিক লক্ষ্য এবং সাংস্কৃতিক কাঠামো উভয়ই সাফল্যের ওপর জোর দেয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে' সমাজের নানা বিষয়ের মধ্য দিয়ে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। অধিকাংশ ব্যক্তির উদ্দেশ্য সফল হয় না বলে তাদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং এ প্রতিক্রিয়া তাদের আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। সমাজকাঠামো এবং সাংস্কৃতিক কাঠামোর দ্বন্দ্ব ব্যক্তির মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সামাজিক বিচ্যুতিমূলক আচরণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আর. কে. মার্টনের তত্ত্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। যেমন-

আর. কে. মর্টিনের বিচ্যুতিমূলক আচরণ বিশ্লেষণের একটি দিক হচ্ছে স্বাভাবিকতা বা Conformity। এখানে একটা ব্যাপার ভালো করে লক্ষ করা যায় যে, লক্ষ্য অর্জন করার জন্য যদি ব্যক্তি উপায় গ্রহণ করে এবং এখানে যদি সমাজকাঠামো ও সাংস্কৃতিক কাঠামো ব্যক্তির সাফল্য অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি না করে তাহলে ব্যক্তি কোনো বিচ্যুতিমূলক আচরণ করে না।

বিচ্যুতিমূলক আচরণ বিশ্লেষণের তত্ত্ব

আর. কে. মার্টন এর তত্ত্ব

আর. কে. মার্টনের তত্ত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে নতুন প্রথা প্রবর্তন বা Innovation। অর্থাৎ এখানে ব্যক্তি লক্ষ্যকেই গ্রহণ করে এবং উপায়কে প্রত্যাখ্যান করে। ব্যক্তি তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য নতুন উপায় বের করার চেষ্টা করে। নতুন প্রথা প্রবর্তনের ভালো ও খারাপ দুটি দিকই আছে। যেমন একজন অপরাধী তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য নতুন কিছু উদ্ভাবন করে।

আর. কে. মার্টন তার তত্ত্বে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন এবং সেটি হচ্ছে বাহ্যিকতা বা Retualism। এখানে ব্যক্তি লক্ষ্যকে প্রত্যাখ্যান করে এর উপায়কেই বেশি গুরুত্ব দেয়। যেমন কোনো এক অফিসের কেরানিকে দেখে মনে হবে সে তার ওপর আরোপিত নির্দেশাবলি মেনে চলছে। কিন্তু আসলে সে তা করছে না। কারণ সে কাজের নিয়মকে মেনে চলছে ঠিকই কিন্তু লক্ষ্যকে অনুসরণ করছে না। অর্থাৎ তার একমাত্র কাজ হচ্ছে কোনো রকমে দায়িত্ব পালন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।

বিচ্যুতিমূলক আচরণ বিশ্লেষণের তত্ত্ব

আর. কে. মার্টন এর তত্ত্ব

আর. কে. মর্টিনের তত্ত্বের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে পশ্চাৎপসরণ বা Retreatism। এখানে ব্যক্তি কাজের নিয়ম ও লক্ষ্য দুটিকেই উপেক্ষা করে। অর্থাৎ ব্যক্তি যখন চরম হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে সমস্ত মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে তখন সে নিজের কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যেরই ধার ধারে না অর্থাৎ নিজের জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যায়। আর তখনই সে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বিচ্যুতিমূলক আচরণে জড়িয়ে পড়ে। যেমন- মাদকাসক্তি। সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হলে বা সাফল্যের ওপর অধিক চাপ পড়লে পশ্চাৎপসরণ বেড়ে যায়। এ অতিরিক্ত চাপের কারণে ব্যক্তির মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ কারণেই আমেরিকাতে মানসিক রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আর. কে. মার্টনের তত্ত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বিদ্রোহ বা Rebellion। এক্ষেত্রে বিদ্রোহীরা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং উপায় উভয়ই পরিবর্তিত করে একটি নতুন নিয়মের আবির্ভাব ঘটাতে চায়। উদাহরণস্বরূপ আমেরিকানরা বস্তুগত সাফল্য চায় না; তারা চায় মনের শান্তি, আত্মার শান্তি। এজন্য তারা প্রচলিত মূল্যবোধকে বদলে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি মূল্যবোধ তৈরি করতে চায়। এজন্য একে অনেক সময় প্রতি সংস্কৃতি বলা হয়ে থাকে।

সামাজিক বিচ্যুতিমূলক আচরণ যদিও সামাজিক বিশৃঙ্খলা বা সামাজিক অপরাধের জন্ম দেয় তথাপি সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিচ্যুতিমূলক আচরণ ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ১০ – বিচ্যুতিমূলক আচরণ এবং অপরাধ

টপিক – ০৫ অপরাধের ধারণা, ধরন, কারণ ও ফলাফল

Topic Analysis

অপরাধের ধারণা, ধরন, কারণ ও ফলাফল

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

অপরাধের ধারণা

সাধারণভাবে সামাজিক মূল্যবোধ পরিপন্থি বা রাষ্ট্রীয় আইন পরিপন্থি কাজকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক শৃঙ্খলার বিপরীত-কাজকে অপরাধ বলা হয়। অপরাধ স্থান-কাল-পাত্রভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন- পাশ্চাত্যের অনেক দেশেই ছেলেমেয়েদের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, একত্রে বসবাস, সমকামিতা, মদ্যপান ইত্যাদি আইনগতভাবে বৈধ এবং সামাজিকভাবেও এগুলো নিন্দনীয় নয়। কিন্তু আমাদের দেশে এগুলো জঘন্যতম অপরাধ এবং সামাজিকভাবেও অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিন্দনীয়। আবার যুক্তরাজ্যে বিচার বিভাগের যৌক্তিক সমালোচনা করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই আছে।

কিন্তু আমাদের দেশে বিচার বিভাগের সমালোচনা করা রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপন্থি। এজন্য অপরাধের সার্বজনীন কোনো সংজ্ঞা প্রদান করা আজ অবধি সম্ভব হয়নি। তারপরও বিভিন্ন দার্শনিকগণ তাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের সংবিধানেও অপরাধকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

অপরাধের ধারণা, ধরন, কারণ ও ফলাফল

অপরাধের ধারণা

অপরাধ বিজ্ঞানী গারোফালো (Garofalo) অপরাধের সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞায় বলেন, "মানুষের আবেগ ও অনুভূতিকে আহত করে এবং সমাজের জন্য যা ক্ষতিকর এমন কাজই অপরাধ।"
সমাজবিজ্ঞানী কোয়েনিগের (Koenig) মতে, “সমাজ বা গোষ্ঠী দ্বারা দৃঢ়ভাবে অসমর্থিত বা নিষিদ্ধ মানব আচরণই অপরাধ। আবার যেহেতু সমাজভেদে এবং একই সমাজে যুগভেদে সামাজিক রীতিনীতি ও আইন প্রথা ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয় সেহেতু অপরাধমূলক আচরণ চূড়ান্ত নয় বরং তা আপেক্ষিক।"

অপরাধের ধারণা

সমাজবিজ্ঞানী B. Bhushion অপরাধ প্রসঙ্গে বলেছেন, "অপরাধ বলতে বোঝায় দলীয় রীতিনীতির বিপরীত যেকোনো আচার-আচরণ। এসব আচরণ প্রতিষ্ঠিত কোনো দল কিংবা তাদের আইন কেউই অনুমোদন করে না। এটি কোনো ব্যক্তি বা দলের জন্য কষ্টদায়ক সমাজবিরোধী আচরণ।

অপরাধবিজ্ঞানী ই. এইচ. সাদারল্যান্ড (E. H. Sutherland) বলেন, "আইন বিরোধী সব কর্মকাণ্ডই অপরাধ।"

F.R. Khan তার 'Principles of Sociology' গ্রন্থে বলেন, সাধারণভাবে বলতে গেলে এটি স্পষ্ট যে, কোনো সমাজে লোকদের যেসব আচরণ নৈতিকতাবিরোধী ও সমাজবিরোধী সেগুলো অপরাধমূলক কর্ম বলে বর্ণনা করাই সর্বাপেক্ষা সহজপন্থা।

নৃবিজ্ঞানী র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন (Radcliffee Brown) অপরাধকে সামাজিক আচরণবিধি লঙ্ঘন হিসেবে চিহ্নিত করেন, যা দণ্ড বা শাস্তিসংক্রান্ত বিধি প্রয়োগকে জাগিয়ে তোলে (As a violation of usage which gives rise to the exercise of the penal sanction).

ম্যাকেঞ্জি তার 'Manual of Ethics' (P-367) গ্রন্থে বলেন, অপরাধ বলতে এমন কাজকে বোঝানো হয়, যা সমাজ ও আইনের বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্র কর্তৃক ও আইনের বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্র কর্তৃক নিষিদ্ধ, শাস্তিযোগ্য।

অপরাধের ধারণা

ক্রজ এবং জোন্স (Cross and Jones)-এর মতে, "Crime is a legal wrong the remedy for which is punishment of the offender at the instance of the state." (অপরাধ হলো আইনের বরখেলাপ কাজ যার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে।)

পল ডব্লিউ টপ্পন (Paul W Tappan)-এর মতে, অপরাধ হলো অপরাধ আইন লজ্মনে একটি উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পিত কাজ করা বা না করা, যা সংঘটিত হয় কোনো কৈফিয়ত বা সত্যতা প্রতিপাদক যুক্তি ছাড়াই এবং যা রাষ্ট্র কর্তৃক গুরুতর অথবা লঘু অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত।

সমাজবিজ্ঞানী গিলিন ও গিলিন তাদের 'Cultural Sociology' গ্রন্থে অপরাধের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "জৈবিক দিক থেকে অপরাধের ধারণা ব্যক্তির পার্থক্য ও ব্যবধান বিশিষ্ট অন্তর্নিহিত ক্ষমতার মধ্যে লুক্কায়িত। সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিকশিত ব্যক্তিত্বের পার্থক্য অন্তর্নিহিত লক্ষণের ওপর নির্ভরতা, বিকল্প সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যকার রূপলাভ করে।" গিলিন ও গিলিন-এর এ সংজ্ঞায় জৈবিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। তাদের মতে, মানুষ এমন কতকগুলো মানসিক ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে যেগুলো কতিপয় পরিবেশের অনুকূলে ও প্রভাবে অপরাধমূলক আচরণ হিসেবে প্রকাশিত হয়।

অপরাধের ধারণা, ধরন, কারণ ও ফলাফল

অপরাধের ধারণা

Robertson বলেন, "অপরাধ হচ্ছে এমন একটি কাজ, যা আইনের মাধ্যমে কোনো একটি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।"

সমাজবিজ্ঞানী Popenoe Crime-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "অপরাধ হচ্ছে এমন এক আচরণ, যা সরকারি কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিষিদ্ধ এবং যার জন্য অপরাধীকে আনুষ্ঠানিক বিধানের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।”

J. M. Shepard Crime-এর সংজ্ঞায় বলেন, “অপরাধ হচ্ছে ওই সকল কাজ, যা আইন ভঙ্গ করে। অন্য কথায় আইন ভঙ্গমূলক কাজই অপরাধ।" (Crimes are acts that are in violation of the law.)

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, অপরাধকে সার্বজনীনভাবে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। কেননা অপরাধকে একেক সমাজে একেকভাবে শনাক্ত করা হয়ে থাকে। তবে সাধারণত সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তির আচরণ যখন সমাজপন্থি বা রাষ্ট্রীয় আইনপন্থি না হয়ে তা সমাজের মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে তখন তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।

অপরাধের ধারণা

অপরাধের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of crime): সমাজে তিনটি স্তর থাকে যেকোনো অপরাধের। ১. ইচ্ছা, ২. প্রস্তুতি ও ৩. অপরাধ প্রচেষ্টা।

১.ইচ্ছা: কোনোকিছু করার বাসনাই হলো ইচ্ছা। আইনের দৃষ্টিতে কেবল সেটিই অপরাধ যে কাজটি করার ইচ্ছা পোষণ করে সে ইচ্ছে পূরণ করা হয়। অন্যথায় শুধু ইচ্ছে অপরাধ করার ইচ্ছে পোষণ করা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ বলে বিবেচিত নয়।

২. প্রস্তুতি: অপরাধ করার আগে মানুষ প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। সংগঠনের জন্য বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন করাই হচ্ছে প্রস্তুতি।

৩. অপরাধ প্রচেষ্টা: অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো অপরাধ করার ইচ্ছে পোষণ করে প্রস্তুতি গ্রহণ করে কোনো প্রত্যক্ষ কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয় তখন সেটাকে অপরাধ প্রচেষ্টা বলা হয়।

অপরাধের ধারণা

অপরাধমূলক আচরণের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

- অস্বাভাবিক আচরণ
- আইন পরিপন্থি কর্মকাণ্ড
- বিশেষ কোনো কর্তব্যে অবহেলা
- আইন ও সমাজের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য কাজ
- অপরাধ মূলত আপেক্ষিক
- অপরাধ হতে হলে কাজটি শাস্তিযোগ্য হতে হবে ।
- সমাজ ও নৈতিকতাবিরোধী কাজ
- মানব আচরণের বাঞ্ছিত বিচ্যুতি হলো অপরাধ

অপরাধের ধারণা, ধরন, কারণ ও ফলাফল

অপরাধের ধরণ

আমরা চারপাশে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংঘটিত হতে দেখি। তবে বৈশিষ্ট্য ও মাত্রা অনুযায়ী অপরাধ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। পাশ্চাত্যের অপরাধবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা পাচ ধরনের অপরাধের কথা বলেছেন। এগুলো ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-

ছক : সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধের ধরন।

অপরাধের ধরণ

১. কিশোর অপরাধ (Juvenile delinquency),
২. ক্ষতিগ্রস্ত বা শিকারবিহীন অপরাধ (Crime without victims),
৩. ভদ্রবেশী অপরাধ (White Coller Crime),
৪. সংঘবদ্ধ অপরাধ (Organized Crime) ও
৫. সম্পত্তি ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ (Crime against property and persons) ।

অপরাধের উপরিউক্ত ধরনগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

অপরাধের ধরণ

কিশোর অপরাধ | Juvenile delinquency

কিশোর অপরাধ হচ্ছে কিশোর-কিশোরীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ। বিভিন্ন দেশে কিশোর অপরাধীদের বয়সের বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। আমাদের দেশে প্রচলিত শিশু আইন অনুযায়ী সাধারণত ৭ থেকে ১৬ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধকে কিশোর অপরাধ বলে গণ্য করা হয়।

কিশোর-কিশোরী কর্তৃক সংঘটিত সামাজিক মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক এবং আইন-শৃঙ্খলার পরিপন্থি যেকোনো কাজকেই কিশোর অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। কিশোর অপরাধের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ছোটখাটো চুরি, পকেটমার, উচ্ছৃঙ্খলতা, অশালীন আচরণ, খাপছাড়া আচরণ, মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা ইত্যাদি। বিভিন্ন কারণে কিশোর-কিশোরীরা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। দরিদ্রতা, পারিবারিক অশান্তি, কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্র, অশ্লীল ও পর্নো ম্যাগাজিন, অসৎ সঙ্গ, শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব ইত্যাদি কিশোর-কিশোরীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়ানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

অপরাধের ধরণ

ক্ষতিগ্রস্ত বা শিকারবিহীন অপরাধ | Crime without victims

সমাজবিজ্ঞানীরা ক্ষতিগ্রস্ত বা শিকারবিহীন নামে আরেকটি অপরাধের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের অপরাধের দ্বারা শুধু অপরাধীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অন্যদের ওপর খুব একটা প্রভাব পড়ে না। জুয়াখেলা, পতিতাবৃত্তি, মাদকাসক্তি, ভবঘুরেমিপনা ইত্যাদি এ ধরনের অপরাধের কয়েকটি উদাহরণ। এ ধরনের অপরাধের দ্বারা অন্যরা খুব একটা প্রভাবিত বা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বলে অপরাধীর বিরুদ্ধে কেউ সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ উত্থাপন করে না। ফলে অপরাধী কোনো রকম বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয় না বলে অনেকটা নির্বিঘ্নে তার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারে।

অপরাধের ধরণ

ভদ্রবেশী অপরাধ | White Collar Crime

আমাদের দেশে কিছু সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি রয়েছেন যারা তাদের পেশাগত প্রক্রিয়ায় এমন কিছু অপরাধমূলক কাজ করে যেগুলো সাধারণ মানুষের দ্বারা করা সচরাচর সম্ভব নয়। যেমন- আয়কর ফাঁকি, জালিয়াতি, বিদেশে অর্থ পাচার, তহবিল তছরুপ, ট্রেডমার্ক নকল করা ইত্যাদি। এগুলোকে বলা হয় ভদ্রবেশী অপরাধ। তবে আর্থসামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত লোকের দ্বারা সংঘটিত সব আচরণই ভদ্রবেশী অপরাধ নয়। যেমন- এ ধরনের লোক যদি হত্যা বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় তাহলে এ ধরনের অপরাধ গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হবে। তাছাড়া আর্থসামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়েও কেউ ভদ্রবেশী অপরাধ করতে পারে। ভদ্রবেশী অপরাধগুলো অনেকটা নীরবে ও গোপনে সংঘটিত হয়। তাই এ ধরনের অপরাধ শনাক্ত করা অনেকটা জটিল, কিন্তু অসম্ভব নয়।

অপরাধের ধরণ

সংঘবদ্ধ অপরাধ | Organized Crime

সংঘবদ্ধ অপরাধ সাধারণত একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে সংঘটিত হয়। সাধারণত এ ধরনের অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পিছনে দেশীয় বা আন্তর্জাতিক চক্র ক্রিয়াশীল থাকে। সংঘবদ্ধ অপরাধের অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে মাফিয়া চক্র। এ ধরনের অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা পতিতাবৃত্তি, জুয়া, নারী ও শিশুপাচার, মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়সহ বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অপরাধের সাথে জড়িত থাকে।

অপরাধের ধরণ

সম্পত্তি ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ | Crime against Property and Persons

পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অপরাধের কথা বলেছেন। সেটি হচ্ছে সম্পত্তি এবং ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ। এ ধরনের অপরাধের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উদাহরণ হচ্ছে সম্পত্তি আত্মসাৎ, চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, জবরদখল, হত্যা বা হত্যার চেষ্টা, মারধর, মানহানি ইত্যাদি।

অপরাধের কারণ

পৃথিবীতে কেউ অপরাধী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। সমাজই তাকে অপরাধী করে গড়ে তোলে। অপরাধের কারণতত্ত্বে (Etiology) অপরাধ সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন অপরাধবিজ্ঞানী লমব্রোসো (Lombroso) অপরাধের কারণ বিশ্লেষণে জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্য নিয়েছেন। তিনি মনে করেন ত্রুটিপূর্ণ বা অস্বাভাবিক শারীরিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারীরাই হলো অপরাধী। ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ অনুযায়ী (Freudian psycho analysis) মানুষ জীবন প্রবৃত্তির তাড়নায় বাঁচার জন্য প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় বলে বাধ্য হয়ে অপরাধ করে আবার মরণ প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে ধ্বংসাত্মক, হিংসাত্মক কাজ বা আত্মহত্যার চেষ্টা করার মাধ্যমে অপরাধ কর্মে লিপ্ত হয়।

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পুঁজিবাদী অর্থনীতির শোষণের ফলশ্রুতি হচ্ছে অপরাধ। সমাজবিজ্ঞানী টার্ডের (Tarde) মতে, অনুকরণই অপরাধের জন্য দায়ী। টার্ডে মনে করেন, মানুষ অনুকরণের মাধ্যমে অপরাধমূলক আচরণগুলো আয়ত্ত করে। সাদারল্যান্ড (Sutherland) অপরাধের কারণ বিশ্লেষণে বিভিন্নমুখী মেলামেশাকে দায়ী করেন। তিনি মনে করেন, অপরাধমূলক আচরণ গোষ্ঠীর অপরাধী চরিত্র থেকেই সংক্রমিত হয়। এগুলো ছাড়াও আরও বিভিন্ন কারণে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়। অপরাধপ্রবণতার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ নিচে আলোচনা করা হলো-

অপরাধের কারণ

অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পিছনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত মরু এবং গ্রীষ্ম অঞ্চলের মানুষ বদমেজাজী এবং নিষ্ঠুর হয়ে থাকে। গহীন অরণ্য, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি দুর্গম এলাকায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বেশি সংঘটিত হয়ে থাকে। কেননা এখানে প্রশাসনিক তৎপরতা খুব একটা চালানো সম্ভব হয় না। সুতরাং অপরাধপ্রবণতার হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিবেশের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতির ওপরও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নির্ভর করে। সাধারণত সিঁদেল চোরেরা দৈহিক গড়নে খাটো ও দুর্বল হয়। অন্যদিকে, ডাকাতরা অনেক বেশি শক্তিশালী ও সাহসী হয়ে থাকে।

অপরাধের কারণ

বংশগতির প্রভাবেও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, যদিও এমন দৃষ্টান্ত বিরল। তবে একজন অপরাধীর পরিবারে কিংবা অপরাধপ্রবণ পরিবেশে যদি কোনো শিশু বেড়ে ওঠে তবে তার অপরাধপ্রবণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এ কারণে প্রায়শ দেখা যায় চোরের ছেলে চোর হয়, পতিতার মেয়ে পতিতা হয়। কিন্তু এ অবুঝ শিশুদেরকে যদি পৃথক ও উন্নত কোনো সামাজিক পরিবেশে বড় হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় তবে তাদের অপরাধপ্রবণ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

অর্থনৈতিক অবস্থার ওপরও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নির্ভর করে। আমাদের সমাজে অভাবে স্বভাব নষ্ট নামে একটি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে। সমাজে যত অপরাধী রয়েছে তাদের অনেকেরই জন্ম দরিদ্র পরিবারে। অভাব-অনটন দূর করতে এরা প্রথমে ছোটখাটো অপরাধ করে। পরে আস্তে আস্তে চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, দুর্নীতিসহ বিভিন্ন বড় বড় অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। আবার অভাবের কারণে মানুষ বদমেজাজি হয়ে ওঠে। যেসব মেয়েরা পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত তাদের অধিকাংশ আসে দরিদ্র পরিবার থেকে।

অপরাধের কারণ

পারিবারিক কারণেও অনেকে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। পিতামাতার মধ্যে দূরত্ব, পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে দূরত্ব, পৃথক আবাসন, পিতামাতার মধ্যে বিচ্ছেদ ইত্যাদি কারণে সংশ্লিষ্ট পরিবারের ছেলেমেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধী হয়ে ওঠে। ভালোবাসা, স্নেহের অভাব, নিরাপত্তাহীনতা, নিঃসঙ্গতা কিংবা পিতামাতার উগ্রতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে। তাছাড়া আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে যদি কেউ অপরাধ জগতে থেকে থাকে তাহলে তাদের প্রভাবেও অনেকে অপরাধ জগতে প্রবেশ করে। বর্তমানে সন্ত্রাসের জগতে প্রায়শ আপন সহোদর, জামাই, শ্যালক, ভাগ্নে ইত্যাদি আত্মীয় সম্পর্কের লোকের নাম শোনা যায়। তাছাড়া কোনো পরিবারের ওপর অবিচার, কিংবা অমানুষিক নির্যাতন কিংবা পারিবারিক দারিদ্র্য ইত্যাদি মানুষকে অপরাধ জগতে ঠেলে দেয়।

ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণের ফলেও অনেকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। বন্ধুবান্ধবের প্রভাব মানুষকে অনেক সময় অপরাধপ্রবণ করে তোলে। কোনো শান্ত স্বভাবের ছেলে যদি কোনো উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুবান্ধবের সাথে মেলামেশা করে তবে তার নৈতিকতায় পরিবর্তন আসা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুবান্ধবের সাথে মেলামেশা করার কারণে অনেক সময় অনেক মেধাবী ছাত্র, সম্ভাবনাময়ী প্রতিভা কিংবা সুশৃঙ্খল জীবনযাপনকারী ব্যক্তিও অপরাধ জগতে প্রবেশ করতে পারে।

অপরাধের কারণ

ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা অপরাধের সাথে জড়িত। কেননা সুষ্ঠু শিক্ষার অভাবে শিশু বিভিন্ন সামাজিক গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্যাবলি অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়। যার ফলে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ, হলে এটির মাধ্যমেই শিশুরা সমাজবিরোধী হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পরিবেশ থেকে শিশুরা আসার ফলে তাদের বিভিন্ন ধরনের নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ থাকতে পারে। ফলে নীতিনৈতিকতা ও মূল্যবোধের সংঘাত হতে পারে। এ কারণে মানসিকভাবে বিপর্যয়ের শিকার হয়ে শিশুরা অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে।

গণমাধ্যমের প্রভাবেও অনেক সময় বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়। চাঁদাবাজি, মস্তানি, ধর্ষণ ইত্যাদি খবর গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করার ফলে অনেকে এর থেকে উৎসাহিত হয়। সিনেমায় অশ্লীল দৃশ্য দেখে যৌনতা ও খুনখারাবি দেখে সন্ত্রাস ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে ব্যক্তি উৎসাহিত হয়।

অপরাধের কারণ

বাসস্থান পরিবর্তন বা স্থানান্তর ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব মানুষকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে। সাধারণত মানুষ যে পরিবেশে বা সমাজে বসবাস করে সে সমাজের নিজস্ব মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত থাকে। কিন্তু মানুষ তার নিজস্ব পরিবেশ ছেড়ে অন্যকোনো পরিবেশে স্থানান্তর হলে ওই নতুন পরিবেশের রীতিনীতি ও মূল্যবোধের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে অনেকাংশে ব্যর্থ হয়। এভাবে সে নতুন সামাজিক কাঠামো ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয় যা তাকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে।

অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে শ্রেণিবিদ্বেষ। শ্রেণিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা আধুনিক শিল্পায়িত সমাজের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। শ্রেণিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সম্পদের অসম বণ্টন শ্রেণি সম্পর্ককে সাংঘর্ষিক করে তোলে। তাছাড়া অনেকক্ষেত্রে এর সাথে যুক্ত রাজনৈতিক চেতনা। ফলে শ্রেণিবিদ্বেষ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে।

রাজনৈতিক প্রশ্রয় মানুষের অপরাধপ্রবণতার আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশেই বড় বড় রাজনৈতিক দলের সাথে, প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের সাথে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল বা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। চাদাবাজি, টেন্ডারবাজি, খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, মুক্তিপণ ইত্যাদি বিভিন্ন অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রায় সবাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও এর অঙ্গ সংগঠনের সদস্য।

অপরাধের ফলাফল

অপরাধপ্রবণতার ফলে সমাজজীবনে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সেগুলো হলো-

১. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়
২. যুব সমাজের অধঃপতন
৩. ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়
৪. সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি
৫. অবৈধ ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার
৬. নানামুখী সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি
৭. পারিবারিক ভাঙন

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অপরাধের ধরন ও মাত্রাও পরিবর্তিত হয়। অপরাধের কারণও ক্রমশ পরিবর্তিত ও বিস্তৃত, হয়। সময় ও স্থানভেদে অপরাধের কারণ ভিন্ন হতে পারে কিন্তু এটি সব সমাজের জন্যই ক্ষতিকর।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ১০ – বিচ্যুতিমূলক আচরণ এবং অপরাধ

টপিক – ০৬ অপরাধ ও বিচ্যুতির মধ্যে পার্থক্য

অপরাধ ও বিচ্যুতির মধ্যে পার্থক্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

অপরাধ ও বিচ্যুতির মধ্যে পার্থক্য

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইনকানুন বিরোধী যেকোনো কাজই অপরাধ। অর্থাৎ অপরাধ হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ ও রীতিনীতির সাথে সাংঘর্ষিক এবং রাষ্ট্রীয় আইন পরিপন্থি আচরণ। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ আচরণকে বিচার করা হয়ে থাকে। তাই বলা যায়, অপরাধ হচ্ছে সামাজিক মূল্যবাধের পরিপন্থি এমন কিছু আচরণ যা রাষ্ট্রীয় আইনে নিষিদ্ধ। অন্যদিকে, বিচ্যুতিমূলক আচরণ হচ্ছে এমন কিছু অস্বাভাবিক আচরণ যা সামাজিক নিয়মকানুন ও মূল্যবোধের পরিপন্থি, যা সমাজের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে এসব আচরণের জন্য কোনো শাস্তির বিধান নেই। যেমন- বড়দের অসম্মান করা, মদ্যপান, শিক্ষককে সালাম না দেওয়া, বাবা-মা বা গুরুজনদের সামনে বা প্রকাশ্যে ধূমপান করা, বিবাহ বহির্ভূত বসবাস ইত্যাদি বিচ্যুতিমূলক আচরণের অন্তর্ভুক্ত।

অপরাধ এবং বিচ্যুতিমূলক আচরণের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অপরাধ ও বিচ্যুতিমূলক আচরণের মধ্যকার কতিপয় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নিচে আলোচনা করা হলো-

সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কার্যক্রমকেই অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। পক্ষান্তরে, বিচ্যুতিমূলক আচরণ হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ পরিপন্থি এমন কিছু অস্বাভাবিক আচরণ যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনে এর জন্য কোনো শাস্তির বিধান নেই।

রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপন্থি যেকোনো কাজই অপরাধ বলে পরিগণিত হয়। অন্যদিকে, সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থি যেকোনো আচরণ বিচ্যুতির পর্যায়ে পড়ে।

অপরাধ ও বিচ্যুতির মধ্যে পার্থক্য

অপরাধ হচ্ছে আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ আচরণ। অন্যদিকে, বিচ্যুতিমূলক আচরণ হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও রীতিনীতির পরিপন্থি আচরণ।

অপরাধ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। অন্যদিকে, বিচ্যুতিমূলক আচরণ সামাজিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও রীতিনীতির সাথে সাংঘর্ষিক।

সব ধরনের বিচ্যুতিমূলক আচরণ অপরাধ নয়। কিন্তু সব অপরাধই বিচ্যুতিমূলক আচরণ।

সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় কখনো কখনো বিচ্যুতিমূলক আচরণের কিছু দিক অপরাধ বলে পরিগণিত হতে পারে। অন্যদিকে, যতই সামাজিক পরিবর্তন ঘটুক না কেন অপরাধ সবসময়ই বিচ্যুতিমূলক আচরণ বলে পরিগণিত হবে।

কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত বা অস্বাভাবিক কাজ বা আচরণ যতক্ষণ পর্যন্ত না আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা অপরাধ বলে গণ্য হবে না এবং এর জন্য ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় আইনে বিচারের সম্মুখীন করা যাবে না। কিন্তু সমাজের মূল্যবোধ, রীতিনীতি, ঐতিহ্য ইত্যাদির মাপকাঠিতে যেসব কাজ বা আচরণ অস্বাভাবিক, অনাকাঙ্ক্ষিত ও অসমর্থিত এবং যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে তা রাষ্ট্রীয় আইনে নিষিদ্ধ না হলেও বিচ্যুতিমূলক আচরণ বলে গণ্য হবে।

অপরাধ ও বিচ্যুতির মধ্যে পার্থক্য

অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে শাস্তি নির্ধারিত থাকে। শাস্তির ১/৩ অংশ ভোগ করার পর অপরাধীকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে তার আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে বিশিষ লক্ষ রাখা হয়। অপরদিকে, বিচ্যুতিমূলক আচরণের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো শাস্তির বিধান নির্ধারিত থাকে না।

অপরাধ এমন এক ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত বা অস্বাভাবিক আচরণ যা অনানুষ্ঠানিক কোনো বাহন বা সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। অন্যদিকে, বিচ্যুতিমূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা তুলনামূলকভাবে অপরাধ থেকে সহজ।

সুতরাং বলা যায়, অপরাধ এবং বিচ্যুতিমূলক আচরণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু অপরাধ এবং বিচ্যুতিমূলক আচরণ উভয়ই সমাজের মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে। তাই এর কোনোটিই সমাজের কাছে কাঙ্ক্ষিত বা গ্রহণযোগ্য নয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ১০ – বিচ্যুতিমূলক আচরণ এবং অপরাধ

টপিক – ০৭ অপরাধের প্রতিকার

অপরাধের প্রতিকার

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

অপরাধের প্রতিকার

অপরাধ কোনো সমাজেই ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে না। তাই এর আশু প্রতিকার প্রয়োজন। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড দূর করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে-

অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড দূর করার জন্য প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রয়োজন। প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক পদ্ধতি চালু করতে হবে। এতে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে যা অপরাধের মাত্রা হ্রাস করবে। তাছাড়া অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের জন্য। প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আধুনিকায়ন করতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কৌশল, শক্তি ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার জন্য সদস্যদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ হতে হবে যাতে অদক্ষ ও অযোগ্য লোক নিয়োগ না পায়।

অপরাধের প্রতিকার

অপরাধের প্রতিকারে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসতে হবে। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে ও অপরাধপ্রবণতার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। গণমাধ্যম যাতে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে পারে সেজন্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই আমাদের বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে অপরাধ রোধ করতে হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। দেশের আয়তন, সম্পদ ও প্রশাসন ব্যবস্থার সাথে সংগতি রেখে একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। কেননা অপরাধ মুক্ত সমাজের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে একটি সীমিত ও সুশৃঙ্খল জনগোষ্ঠী।

অপরাধের প্রতিকার

অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড রোধ করার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। কেননা অর্থনৈতিক কারণেই অনেকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। তাই এ সমস্যা থেকে আশু মুক্তির জন্য কার্যকরী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

মানুষের অপরাধপ্রবণতা দূর করার জন্য নৈতিক শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে। কেননা নৈতিক মূল্যবোধের অভাবে মানুষ সামাজিক আইন বা নিয়মকানুনকেও উপেক্ষা করে। ফলে মানুষ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যেতে দ্বিধা করে না। নৈতিক মূল্যবোধের অভাবে মানুষ যেকোনো ধরনের অপরাধ করতে পারে। তাই মানুষের নৈতিকতা বৃদ্ধি করার জন্য শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে নৈতিক শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে।

অপরাধের প্রতিকার

অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। কোনো দেশের অপরাধী যাতে অন্যকোনো দেশে আত্মগোপন করতে না পারে সেজন্য আন্তর্জাতিকভাবে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। অপরাধী শনাক্তকরণ ও ধরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে সহযোগিতামূলক ও সহনশীল মনোভাব পোষণ করতে হবে।

অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা উপযুক্ত বিনোদনের অভাবে মানুষের সামাজিকীকরণের বিকাশ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। ফলে মানুষ অনেক সময় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। তাই সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের বিকাশ ঘটানো, অবসর যাপন ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এবং সেসবের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারলে অপরাধপ্রবণতা হ্রাস পাবে বলে আশা করা যেতে পারে।

অপরাধের প্রতিকার

বেকারত্ব মানুষকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে। বেকারত্ব মানুষের নীতিনৈতিকতা ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করে। ফলে কর্মসংস্থানের অভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে মানুষ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তাই বেকারত্ব ও হতাশার করাল গ্রাস থেকে যুব সমাজকে রক্ষার জন্য সরকারকে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য বা নিজেদের কর্মসংস্থান নিজেরাই সৃষ্টির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিনা সুদে ও অল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

অসৎ সঙ্গীদের সাথে মেলামেশার ফলে অনেকেই অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। কেননা বন্ধুবান্ধবের আচরণ ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত করে। তাই বন্ধুবান্ধব নির্বাচনের ক্ষেত্রে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং অসৎ ও খারাপ বন্ধুদের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে হবে। তাহলে অপরাধপ্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

এছাড়াও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষা, সুন্দর বাসযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও প্রতিহিংসামূলক রাজনৈতিক মনোভাব প্রত্যাহার ইত্যাদির মাধ্যমে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড অনেকাংশে দূর করা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ১০ – বিচ্যুতিমূলক আচরণ এবং অপরাধ

টপিক – ০৮ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

[ঢা. বো. '১৯; রা. বো. '১৯; য. বো. '১৯; চ. বো. '১৯; সি. বো. '১৯; দি. বো. '১৯]

ক. বিচ্যুতি কী?

খ. শিক্ষককে সালাম না দেওয়া কী অপরাধ? বুঝিয়ে লেখ।

গ. 'ক' চিত্রটি অপরাধের কোন ধরনকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “খ' চিত্রে প্রদর্শিত বিষয়টি 'ক' চিত্রে নির্দেশিত অপরাধের একমাত্র কারণ নয়।”-বিশ্লেষণ কর।

[ঢা. বো. '১৯; রা. বো- '১৯; ক. বো. ১৯৭ চ. বোট ১৯৭সি. বো. '১৯; দি. বো '১১]

খাবার হোটেলের কর্মী রহমতের স্বল্প উপার্জনে পরিবারের খাওয়া-পরা চললেও অসুস্থ বাবার চিকিৎসা চলে না। একদিন সুযোগ বুঝে সে ক্যাশ বাক্স থেকে কিছু টাকা সরিয়ে নেয়। পরদিন পত্রিকায় একটি সংবাদে তার চোখ আটকে যায়। একজন রিকশাচালক তার রিকশায় ফেলে যাওয়া টাকার ব্যাগ আত্মসাৎ না করে মালিকের কাছে পৌঁছে দেয়। রহমত সংবাদটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় চুরি করা টাকা ক্যাশ বাক্সে রেখে দিবে।

ক. ধর্মের উৎপত্তিসংক্রান্ত একটি মতবাদের নাম লেখ।

খ. ধর্ম মানসিক শান্তি প্রদান করে- ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে সংঘটিত অপরাধের জন্য কোন কারণ দায়ী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে রহমতের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

ক. কাঙ্ক্ষিত বা বাঞ্ছিত পরিবর্তনকে কী বলে?
খ. বিশ্বায়ন বলতে কী বোঝ?
গ. উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানে সমাজজীবনের কোন প্রত্যয়টি প্রযোজ্য? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সমাজজীবনে উক্ত বিষয়টির কারণ বিশ্লেষণ কর।
[কু. বো. '১৯; ও ব. বো. '১৯]

THANK YOU